বকুল ফুলের নাকছাবি

বনানী চক্রবর্তী

Cover Artist : Saikat Nayek

Babla Phooler Nakchhabi
A collection of Bengali Poems
by
Banani Chakraborty

Saranga Prakashani
Howrah 711 410
email : satkarni.ghosh2014@gmail.com
Mob : 8967579317 / 8346986316

9 788196 054762

বাবলা ফুলের নাকছাবি

বনানী চক্রবর্ত্তী

সারঙ্গ প্রকাশনী
হাওড়া - ৭১১ ৪১০

[এই গ্রন্থে সমস্ত কবিতার বানানের সংশোধন ও সংরক্ষণ লেখিকার। গ্রন্থের কোনোকবিতা বা অংশবিশেষ পুনর্মুদ্রণ বা ফটোকপি করা যাবে না, সে ক্ষেত্রে প্রকাশক ও লেখিকার অনুমতি অনিবার্য]

Babla Phooler nakchhabi
A Collection of Bengali Poems
by
Banani Chakraborty

ISBN: 978-81-960547-6-2

প্রথম প্রকাশ: জুন ২০২৩

গ্রন্থস্বত্ব: আনন্দী ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ: সৈকত নায়েক

প্রকাশক-রাখী ঘোষ কর্তৃক সারঙ্গ প্রকাশনী , পুরাশ, কানপুর,
হাওড়া ৭১১ ৪১০, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত থেকে প্রকাশিত।
কথা ০৮৩৪৬৯৮৬৩১৬
email: satkarni.ghosh2014@gmail.com

অক্ষর বিন্যাস: পুরাশ সারঙ্গ
Print: Digital World. Kolkata.

মূল্য: ১২০ টাকা
Price: INR 120.00

সূচি

মহরৎ ৯ শূন্য জলাশয় ১০ ঘ্রাণ ১১ পরমহংস ১২ বাস্তু ঘুঘু ১৩ গাছজন্ম ১৪ আধুলি ১৫ চোরাবালি ১৬ ধুলোঝড় ১৭ অভিমান ১৮ সিঁদুর ১৯ মধ্যবর্তী ২০ কুলুঙ্গি ২১ জলমগ্ন গ্রাম ২২ ছড়ি ২৩ ফাঁস ২৪ কাঁসার ঘটি ২৫ দড়ি ২৬ শেষের কবিতা ২৭ সামান্য বেদনা ২৮ লাঙলের ফাল ২৯ টিলা ৩০ খাঁড়া ৩১ পাঁক ৩২ কুমকুম ৩৩ হাপু খেলা ৩৪ কাঁচা কাঠ ৩৫ কাত্‌দার ৩৬ জন্ম জরুল ৩৭ প্রৌঢ় জীবন ৩৭ পরমান্ন ৩৯ দুলে বউ ৪০ চন্দ্রাহত ৪১ ডেয়ো পিঁপড়ে ৪২ উঁইপোকা ৪৩ আকন্দ বীজ ৪৪ মাজরা পোকা ৪৫ রসের ভিয়েন ৪৬ ঈর্ষার ডিম ৪৭ আধুলি ৪৮ পঙ্গপাল ৪৯ সোনালী মাছ ৫০ পিঁড়ি ৫১ সেতু ৫২ করাত ৫৩ সজনে ফুল ৫৪ শালতরু ৫৫ হিমসাগর ৫৬ সূতিকা ৫৭ দাঁড়িপাল্লা ৫৮ পাঁকাল মাছ ৫৯ চোরকাঁটা ৬০ খোঁপা ৬১ আলেয়া ৬২ তেঁতুল পাতা ৬৩ কাছিম ৬৪

মহরৎ

কিভাবে দুধের মাঝে আলতা মিশেছে, সোনার কাঁকনখানি লজ্জায় নিভু নিভু রাত জেগে ছিলো একসাথে, সে সব নিতান্ত এক খবরে প্রকাশ আজ...প্রথম পাতায় এসে আজ আর চোখেও পড়েনা, কালো কালো অক্ষরের কালি ভাসা ভাসা চোখ, মজাপুকুরের মতো নিজেরে গুটিয়ে রেখেছে এককোণে... আমিতো আমার যাবতীয় ওই পুকুরেই চোখ বুজে ফেলে দিয়ে বসে আছি এই এককোণে...একবারো জলের ঘূর্ণি কোনো, তরঙ্গ ওঠাপড়া নজরে আনিনি...ওই জল আঁধার মানিক জ্বলা তারাদের ছায়া ধরে রাখবে কি ভাববার খাঁজে খাঁজে অভ্রদানার কুচি দৈবাৎ আলো ছলকায়...আমি সারাদিন নতুন ধানের গন্ধে পাগল হয়েই শুধু ধামা ভরে গেছি... দু'বেলা ক্ষিদের অন্ন এইসব, এইটুকু সব...কতবার ব্যঞ্জনের নুন কমবেশি; কতভাবে দাঁড়িপাল্লায় তুলেছে সেসব কথা নিতান্ত বাতুল ভাবা যাক...ওই ও সরু পথ প্রতি শীতে প্রত্যেক শীতে গোসাপের আড়াআড়ি প্রশ্নহীন বাস হয়ে যাবে, সে কথায় সোচ্চারে নিরুচ্চারে কিছু কিছু কথা ও কাহিনী আবার দেখি তুলোট কাগজে লেখার মহলা ও মহরৎ ওই ও উত্তরের বারান্দায় হলো...আর কিছু পরে শষ্য-মাঠের বুকে গহনা ছড়িয়ে সে স্বেচ্ছায় অনিচ্ছায় দূরে চলে যাবে...আমিও তাহলে যাই, দুই হাত খালি করে যাই...

শূন্য জলাশয়

তুমি আমি কি চেয়েছি, কিইবা চাইবো আবার, কলসীতো এইভাবে খালি হয়ে গেলো...গড়িয়ে গড়িয়ে জল গেলাসে গেলাসে পান অনেক তো হলো দেখি, এখন শুধুই খরা, গভীর ও অগভীর নলকূপ কোনো জল ধরে রাখে নাই...ফেটে যাওয়া মাটির বুকের মাঝখানে এবার কি কাঁটাঝোপ, এবার কি ধু ধু বালি, শঙ্কা ও সন্দেহে গলাও কেমন দেখি কাঠ হয়ে যায়... তখন সময় ছিলো, কিছু জল চওড়া মাটির দেওয়ালে দেওয়ালে ঘিরে মাঝখানে, বাসগৃহে ঘিরে ঘিরে রেখে দেওয়া যেত কখনো কি...বারবার হেলা অবহেলা ঢেলে এভাবে শূন্য জলাশয় আর কি যে অবশেষ রেখে দেবে জানিনা গো, মজা পুকুরের মাছ মাটি লেপে কতকাল স্নিগ্ধতা নেবে, কুমীরের গা ঢাকা দেবার মতন শরীর লুকোবে, বলাতো যাবেনা কখনো... মাছের মায়ের মতো ওদেরও কি শোক তাপ কোনো নেই, শুধুই সমর্পণের কথা লেখা হবে নানা ভাবে বারবার...ওরা যে কবেই ওদের গুচ্ছডিম ভাসিয়েছে জলে, ভেসে যাক তারা...কোথায় কিভাবে যাবে ওরাও জানে না কিছু, আমিও জানিনা তোমার হাতে তালুর থেকে পড়ে যাবে কিনা এইসব জল সংক্রান্ত সব আলোচনাগুলি... কোমরের ভাঁজে ওই কলসী বসানো যত শীতল শীতল কথা কতদিন উনুনের পাশে টিঁকে থাকবে এখন বলো, জল ও আগুন যদি পাশাপাশি থাকে, তুল্যমূল্য যে কোনোদিন কখনো হবে না...